ঔপনিবেশিক বাংলায় কৃষক বিদ্রোহ

PART-5

CC-12 (SEM-5)

Presented by
Chandrani Ray
SACT
Jhargram Raj College

- **<u>ওয়াহাবি আন্দোলন:</u>**
- উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ঔপনিবেশিকতাবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতে যেসব বিদ্রোহ গুলি ঘটেছিল তার মধ্যে অন্যতম ওয়াহাবি আন্দোলন।সংখ্যালঘু মুসলিমদের অংশগ্রহণে ইসলামী ভাবধারায় আন্দোলনটি পরিচালিত হয়েছিল, যাকে মুসলিম পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন ও বলা হয়।
- ওয়াহাবি আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল আরব দেশে। ওয়াহাবি শব্দটির অর্থ হলো **‘নবজাগরণ’** (***regeneration***)
- ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রকৃত নাম তারিখ-ই-মহাম্মদিয়া(মহাম্মদ নির্দেশিত পথ)।
- অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে আব্দুল ওয়াহাব এই আন্দোলনের সূচনা করেন।

- আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামের অন্তর্নিহিত ও ক্রম আরোপিত কুসংস্কার গুলি দূর করে হজরত মহম্মদ প্রচারিত ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটানো।
- তিনি একেশ্বরবাদী তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে হজরত মহম্মদের জীবন ও আদর্শ প্রচার করেন।
- **ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের সূচনা:**

উত্তরপ্রদেশের রায়বেরেলির সৈয়দ আহমদ মক্কায় হজ করতে গিয়ে ওয়াহাবি মতবাদ এর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ভারতে প্রত্যাবর্তন করে ওয়াহাবিবাদ প্রচার শুরু করেন।

- তাঁর উদ্যোগে উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ওয়াহাবি আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়।

- ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে সৈয়দ আহমেদ তাঁর ধর্ম প্রচার করেন।
- তিনি ইসলাম ধর্মের পবিত্রকরণ ও পুনরুজ্জীবনের ওপর জোর দেন।
- তিনি মুসলিম সমাজে সামাজিক ভেদাভেদ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক প্রথার অবসান কল্পে ওয়াহাবীদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন।
- তাঁর বক্তব্যে রাজনৈতিক চিন্তার ছাপ স্পষ্ট দেখা যায়।
- বিধর্মী ইংরেজ শাসনাধীন ভারত অর্থাৎ দার-উল-হারব(শত্রুর দেশ)কে দার -উল-ইসলামে(ধর্ম রাজ্যে) পরিণত করার আহ্বান জানান।
- উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর, গোরখপুর, সাহারানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ওয়াহাবি আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করে।

- সৈয়দ আহমেদের দুই অনুগামী বিলায়েত আলী ও এনায়েত আলী পাটনায় ওয়াহাবি কেন্দ্রে খলিফা হিসেবে সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় দেন।
- 1816 খ্রিস্টাব্দে তিনি পাঞ্জাবের শিখ দের বিরুদ্ধে ধর্ম যুদ্ধ ঘোষণা করেন।
- 1830 খ্রিস্টাব্দে পেশোয়ার দখল করে তিনি নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন।
- 1831 খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আহমদ বালাকোটের যুদ্ধ শিখদের হাতে নিহত হন।
- **বাংলায় ওয়াহাবি আন্দোলন:**

ভারতের নানা অংশে ওয়াহবি মতাদর্শ প্রচারের সময় 1821 খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আহমদ কলকাতায় আসেন। সেই সময় উত্তর 24 পরগনার কৃষক নেতা মীর নিসার আলী তাঁর সংস্পর্শে আসেন ও ওয়াহাবি মতবাদে আকৃষ্ট হন। যদিও ইতিপূর্বে মক্কায় হজ যাত্রার সময় মীর নিসারের সঙ্গে

- সৈয়দ আহমেদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়।কলকাতায় উভয়ের দ্বিতীয় সাক্ষাতের পর মীর নিসার দক্ষিণবঙ্গে ওয়াহাবীদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।
- মীর নিসার আলী তিতুমীর নামে পরিচিত ছিলেন।
- তিনি প্রথমে ইসলামের শুদ্ধিকরণের লক্ষ্যে একজন ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক এর ভূমিকা নেন।
- তিনি মুসলিমদের মূর্তি পূজা, ফায়তা(শ্রাদ্ধশান্তি), পীর পয়গম্বর এর পুজো, সুদগ্রহণ প্রভৃতি ইসলাম বিরোধী কাজ থেকে বিরত হওয়ার উপদেশ দেন।
- বাংলার কৃষক দের ওপর নীলকর ও জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিতুমীর জিহাদ ঘোষণা করেন। ফলে নিম্নশ্রেণির কৃষকদের মধ্যে আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

- তিতুমীরের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কায়েমী স্বার্থ রক্ষার তাগিদে নীলকররা ওয়াহাবি মতাদর্শকে স্তব্ধ করতে উদ্যত হয়।
- ওয়াহাবি সমর্থক রা ওয়াহাবি আদর্শের প্রতীক স্বরূপ বিশেষ ধরনের দাড়ি রাখা শুরু করে। জমিদার কৃষ্ণদেব রায় ওয়াহাবীদের দড়ির উপর কর আরোপ করেন। ফলে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে।
- তিতুমীরের নির্দেশে ওয়াহাবিরা এই বেআইনী কর দিতে অস্বীকার করে।ক্রুদ্ধ জমিদার বহু ওয়াহাবি কে গ্রেপ্তার করেন ও মসজিদে অগ্নিসংযোগ করেন।
- এমতাবস্থায় 1831 খ্রিস্টাব্দে তিতুমীর নারকেলবেরিয়া গ্রামকে কেন্দ্র করে জমিদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি নেন।তিনি নিজেকে ভারতের মুসলমান শাসনের প্রতিনিধি ঘোষণা করেন ও তাঁর কাছে রাজস্ব জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

- তিতুমীরের বিরুদ্ধে জমিদার, কুঠিয়াল ও প্রশাসন মিলিত আক্রমণ করে। প্রথম সংঘর্ষে ওয়াহাবিরা জয়ী হয়। তিতুমীর নিজেকে ‘স্বাধীন বাদশাহ’ ঘোষণা করেন ও বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে শক্তি সঞ্চয় করেন।
- দ্বিতীয় সংঘর্ষে বিরোধীদের কামানের গোলায় বাঁশেরকেল্লা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় যুদ্ধরত অবস্থায় তিতুমীর এর মৃত্যু হয়। বিদ্রোহীদের গ্রেপ্তার করে দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়। এইভাবে বাংলায় ওয়াহাবি আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে।
- **ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ:** সৈয়দ আহমদ, এনায়েত আলী, বিলায়েত আলী, ফারুক হোসেন, মহম্মদ হোসেন, মীর নিসার আলী, আমানুল্লা প্রমূখ।

- **আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা:**
- গঠনমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে বা সুপরিকল্পিত রণনীতির দ্বারা নিম্নবর্গের মানুষ এই আন্দোলনকে যথার্থভাবে পরিচালনা করতে পারেনি।
- সঠিক রাজনৈতিক কর্মসূচির অভাব,অস্ত্রশস্ত্র এবং সশস্ত্র আন্দোলনের মানসিকতার অভাব এই বিদ্রোহকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছিল।
- তিতুমীর সহ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়রা হিন্দু জমিদারদের আক্রমণ করার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়।
- সর্বোপরি ব্রিটিশের তীব্র দমননীতি ও আধুনিক রণসম্ভারের কাছে এই আন্দোলন টিকে থাকতে পারেনি।
- **আন্দোলনের গুরুত্ব:**

ব্যর্থতা সত্ত্বেও ওয়াহাবি আন্দোলন কৃষকদের সুরক্ষার লক্ষ্যে যে লড়াইয়ের

নিদর্শন রেখে ছিল তা পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশবিরোধীআন্দোলনে কৃষক সমাজকে উৎসাহী করে তোলে।